নুর আহমাদ

প্রাচ্যবিদদের বয়ানে

সভ্যতায় মুসলিম অবদান

প্রাচ্যবিদদের বয়ানে

সভ্যতায় মুসলিম অবদান

নুর আহমাদ

অনুবাদক

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩০০, US $ 14, UK £ 9

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-0-4

Sobbotay Muslim Obodan
by **Noor Ahmad**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

মানুষের বোধবুদ্ধি, যুক্তির উচ্চারণ আর বিচার যেখানে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে, সেখান থেকেই শুরু ইসলামের হিকমাহর। ফলে ইসলামের সঙ্গে মানবরচিত কিংবা রহিত কোনো ধর্মের তুলনা চলে না। শ্রেষ্ঠত্ব ও আধুনিকতার প্রশ্নে ইসলাম সর্বদাই প্রধান। চৌদ্দশ বছর আগের অন্ধকার সময়ে ইসলাম যেমন প্রাসঙ্গিক এবং মানবজীবনের সমূহকিছুর একমাত্র পরিপূরক ছিল, আজও অনুরূপ মহিমায়; বরং আরও অধিক শক্তি ও প্রেরণায় প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিরবাস্তব এই অনস্বীকার্য বক্তব্যে উম্মাহর 'মুমিন' কোনো সদস্যের সামান্যতম সন্দেহ থাকার কথা ছিল না। কল্পনা ছিল না ইসলামের মহত্ত্ব ও কীর্তিগাথার সূচিপত্রে হীনম্মন্যতায় ভোগার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই অপরিবর্তনীয় চির আধুনিক ধর্মের বিরোধীশক্তির ছড়ানো বিদ্বেষ ও প্রোপাগান্ডার শিকার পুরো বিশ্ব, এমনকি কতিপয় মুসলিমও। ফলে তারা ইসলামকে পশ্চাদপদ বলতে দ্বিধা করলেও ভাবনা ও আচরণে এমনটারই পরিচয় দেন। তারা ভাবেন, একুশ শতকের এই উন্নত সভ্যতার পেছনে ইসলামের কোনো অবদান নেই। তারা মনে করেন, আজকের এই আধুনিক সময়ে ইসলাম কেবল পরিবর্তনযোগ্যই নয়; ক্ষেত্রবিশেষ অকার্যকরও। এই শ্রেণির মানুষের এমন দুর্ভাবনা ও হীনম্মন্যতায় ভোগার কারণ হলো ইতিহাস না জানা। সভ্যতার উন্নতির গতিপথে মুসলিমদের অবদানের মহাকাব্য এদের অপঠিত বলেই চিন্তায় এমন দীনতার শিকার তারা। অন্যদিকে আরেক দল মুসলিম মনে করেন, বিজ্ঞান ও নব নব আবিষ্কারের কাজ মুসলিমদের নয়; এগুলো দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড—মুসলিমদের কাজ কেবল ইবাদত করা।

এই উভয় শ্রেণির ভাবনাই ইসলাম ও উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর। ফলে *প্রাচ্যবিদদের বয়ানে সভ্যতায় মুসলিম অবদান* গ্রন্থটি প্রকাশের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলে রাখা দরকার, এই গ্রন্থ কেবল ইতিহাসের সরল বর্ণনা নয়; এই বিষয়ে উম্মাহর সংকট বোঝা এবং উন্নতির ধারা ও গতি কেমন হবে, হওয়া চাই—লেখক গুরুত্বের সঙ্গে এদিকেও দৃকপাত করেছেন। আন্দাজ, অনুমান কিংবা প্রচলিত কথা-কাহিনি থেকে এই গ্রন্থে একটি বাক্যও রচিত হয়নি। পড়লে মনে হবে লেখকের দীর্ঘদিনের ঘামঝরানো শ্রমের ফসল এর প্রতিটি বর্ণ ও শব্দ। ফলে বিষয়ের গুরুত্বের পাশাপাশি তাঁর এমনতর প্রচেষ্টা গ্রন্থটির মহত্ত্বে এনে দিয়েছে অন্যরকম এক মাত্রা—নির্ভরতার নিশ্চয়তা।

এই অসামান্য গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন নন্দিত অনুবাদক আবদুর রশীদ তারাপাশী। ফলে বিষয়ের জটিলতা অনুবাদে স্বাভাবিক যে ছাপ ফেলার কথা, তা হওয়ার বদলে তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি একে আরও সুখদ ও সুন্দর করে তুলেছে। ভাষা-বানান, তথ্য ও নামের শুদ্ধতা যাচাইয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন মুতিউল মুরসালিন, কাজী সফওয়ান ও আবদুল্লাহ আরাফাত।

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থকেও আমরা আমাদের মতো করে বিন্যাস করেছি। অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদির মাধ্যমে সাজিয়েছি। যেহেতু এটিকে একটি প্রাচীন গবেষণাগ্রন্থ বলা যায়; আর লেখকও ছিলেন আধুনিকমনস্ক, তাই মাঝেমধ্যে লেখকের বিচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে হয়েছে। এ ছাড়া অধিকাংশ হাদিস আর কিছু তথ্যের রেফারেন্স ছিল না। অনুবাদক ঘাঁটাঘাঁটি করে তার অনেকটা সমাধান করেছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু টীকা সংযোজন করেছেন, যেখানে লেখকের বক্তব্য অস্পষ্ট ছিল বা পাঠকের জন্য বিষয়টি বুঝতে কঠিন হতে পারে ভেবে। আমাদের সম্পাদনা-পরিষদের পক্ষ থেকেও কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া মুফতি আফফান বিন শরফুদ্দীন দীর্ঘ সময় নিয়ে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়ে বেশ কিছু হাদিসের রেফারেন্স দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন।

আমরা আশাবাদী, মিল্লাতের জাগরণে এই গ্রন্থপাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। ফলে তারুণ্যে ভরপুর যে যুবক সামগ্রিক ক্ষেত্রে উম্মাহর বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উম্মাহর উন্নতির চিন্তায় নিমজ্জ যে প্রবীণ—গ্রন্থটি এমন সবারই পড়া উচিত। পড়ানো উচিত আগামীর ইতিহাসের নায়ক স্বপ্নবাজ কিশোরদেরও।

আমরা প্রতিটি গ্রন্থের মতো একেও সার্বিক বিবেচনায় নির্ভুলভাবে উপস্থাপনে আন্তরিক চেষ্টায় কসুর করিনি। তবু মানুষ হিসেবে যা থাকার, তা তো রয়েছেই। ফলে কোনো রকম ভুল বা প্রমাদ দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর বিনীত অনুরোধ থাকল ছোট-বড় সবার প্রতি।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১৭ অক্টোবর ২০২২

অনুবাদকের কথা

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে খেজুর পাতায় ছাওয়া মসজিদের চাটাই থেকে উৎসারিত হয়েছিল যে বিপ্লব, পৃথিবীর চোখ ইতিপূর্বে এমন সর্বব্যাপী বিপ্লব দেখেনি। যে মহাবিপ্লব অত্যল্প সময়ের মধ্যে বের করেছিল রোম ও পারস্যের মতো সহস্রাব্দ-প্রাচীন দুই শক্তিমান সভ্যতার জানাজা। পৃথিবী ইতিপূর্বে দেখেছিল ব্যাবিলনীয়, মিসরীয়, সিন্ধু, চৈনিক, ফিনিশীয়, পারস্য, আর্য, গ্রিক, রোমান, কিবতি, অ্যাসিরীয়, ক্যালডীয়, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, মৌর্য ও মায়া সভ্যতার মতো অসংখ্য সভ্যতা। কিন্তু কোনোটাই উত্তীর্ণ হতে পারেনি পরিপূর্ণতায়। সভ্যতাগুলো কোনো একদিক দিয়ে উন্নতির চূড়া স্পর্শ করলেও অপরদিকে থেকে গেছে পশ্চাৎপদতার নিতল খাদে। বিশেষ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার দাবি প্রতিষ্ঠায় দিয়েছে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয়।

একমাত্র ইসলামই এমন এক বিশ্বজনীন সভ্যতা, যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে করেছে আলোকিত। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় রেখেছে যুগান্তকারী অবদান; যা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ইউরোপ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু প্রাচ্যবাদী গোষ্ঠী।

উল্লিখিত দাবি যে শুধু কথার কথা কিংবা অতিকথন নয়, লেখক মূলত সে বিষয়টিই তাদের জবানিতে ফোকাস করতে চেয়েছেন এবং নিপুণ দক্ষতায় তা ফুটিয়েও তুলেছেন। আর বর্তমান যুবশ্রেণি যেহেতু ইসলাম নিয়ে ভুগছে হীনম্মন্যতায়, তাই তাদের সোনালি অতীত স্মরণ করিয়ে দিতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এখানে লেখক সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। মূল গ্রন্থটির লেখক আমাদের চট্টগ্রামের এক কীর্তিমান মনীষী। তিনি মৌলবি নুর আহমাদ চেয়ারম্যান নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এখানে তাঁর সম্পর্কে বলার প্রয়োজন মনে করছি না। গ্রন্থের ফ্ল্যাপে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে

তাঁর মতো একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, ভাবতেই গর্বে বুকটা ভরে ওঠে। কী বর্ণাঢ্য জীবন! কী পাণ্ডিত্য তাঁর! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর মধ্যে অনেক গুণের সমাহার ঘটিয়েছেন। এই মনীষী আপাদমস্তক রাজনীতিবিদ হয়েও ভুলে যাননি তাঁর শিকড়—ইসলামকে। এমন মূল্যবান একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, এটি

আমার হাতে না এলে হয়তো তাঁর সম্পর্কে আমিও জানতাম না। আমার ধারণা, আরও অনেকে তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। হয়তো অনেকে নামই শোনেননি। তাই আমি অনুরোধ করব, দুর্লভ এ গ্রন্থটি পড়লে তাঁর জন্য দুআ করবেন। দুআয় আমাদেরও শরিক রাখবেন।

গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম থেকেও বেশি শ্রম দিতে হয়েছে ব্যক্তি, বস্তু ও স্থানের নামের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে। এ ক্ষেত্রে আমি বিশেষ করে প্রকাশক আবুল কালাম আজাদসহ আফফান বিন শরফুদ্দীন, সাফওয়ান, মুতিউল মুরসালিন ও আবদুল্লাহ আরাফাতের কাছে ঋণের দায়ে আবদ্ধ।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সাধ্যের কমতি রাখা হয়নি। তারপরও ভুল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকমহলের কাছে আবেদন থাকবে, তেমন কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করবেন। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ আমাদের শ্রম ও উদ্দেশ্য কবুল করুন। আমিন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
১৮ অক্টোবর ২০২২

সূচিপত্র

পূর্বকথা # ১৫

ভূমিকা # ১৭

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞান, টেকনোলজি, কমনীয় শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা ও অন্যান্য # ২০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও বিজ্ঞান # ২১

এক : হিসাববিজ্ঞান ২৭

দুই : যন্ত্রবিজ্ঞান ২৮

তিন : আলোকবিজ্ঞান (অপটিক্স) ৩০

চার : জ্যোতির্বিদ্যা ৩১

পাঁচ : রসায়ন ৩৫

ছয় : ভূগোল ৩৫

সাত : নেভিগেশন ৩৭

আট : ম্যাপিং ৩৭

নয় : উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ন্যাচারাল হিস্ট্রি ৪২

দশ : ওষুধবিজ্ঞান ৪৩

এগারো : হাসপাতাল ৪৩

বারো : কুরআন ও বিজ্ঞান ৫১

তেরো : রাসুল ﷺ ও বিজ্ঞান ৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও টেকনোলজি # ৫৩

এক : কৃষি ও শিল্প ৫৩
দুই : কাগজ তৈরি ৫৩
তিন : স্পেনে ইসলামি শিল্পকলার কেন্দ্র ৫৪
চার : জুয়েলারি ৫৫
পাঁচ : ইউরোপে মুসলিমদের হস্তশিল্পের উন্নতি ৫৬
ছয় : মুসলিমদের রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৫৭
সাত : নতুন জীবনমান ৫৮
আট : কৃষিতে মুসলিমদের অবদান ৫৯
নয় : ইসলাম ও জমির মালিকানা ৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে মর্যাদাপূর্ণ ও কমনীয় শাস্ত্রসমূহ # ৬৬

এক : ইসলাম ও দর্শন ৬৬
দুই : ইসলাম ও ইতিহাসশাস্ত্র ৬৮
তিন : ইসলাম, সাহিত্য ও লাইব্রেরি ৭০
চার : ইসলাম ও বাগ্মিতা ৭৪
পাঁচ : ইসলাম ও আর্ট ৭৫
ছয় : ইসলাম ও স্থাপত্যশিল্প ৭৬
সাত : ইসলাম ও সংগীতশিল্প ৭৭
আট : ইসলাম ও অশ্বারোহণ ৭৯
নয় : অন্যান্য বিনোদনমূলক শাস্ত্র ৮০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি শাসনামলে শিক্ষা # ৮১

এক : মুসলিম শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা ৮১
দুই : মুসলিম আন্দালুসিয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা ৮৩
তিন : ভারতবর্ষের শিক্ষাখাতে মুসলিমদের অবদান ৮৫
চার : বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারের কারণ ৮৮
পাঁচ : ইসলামে শিক্ষার বুনিয়াদ ৮৯
ছয় : পড়া ও পড়ানোর স্বাধীনতা ৯০

সাত : সমাজতন্ত্র, খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম ৯১
আট : কুরআন ও ইলম ৯১
নয় : হাদিসে নববি ও ইলম ৯২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামি শাসনামলে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি # ৯৪

এক : সামরিক বিভাগে মুসলিমদের কৃতিত্ব ৯৪
দুই : যুদ্ধে মানবপ্রেম ৯৮
তিন : বিজ্ঞাননির্ভর যুদ্ধ ৯৯
চার : তোপ ও জলমাইন আবিষ্কার ১০০
পাঁচ : অ্যাম্বুলেন্স ও সামরিক হাসপাতাল ১০০
ছয় : মুসলিম শিবিরে রোগব্যাধির অনুপস্থিতি ১০০
সাত : মুসলিমবাহিনী সম্পর্কে সমকালীনদের দুটি অভিমত ১০০
আট : মুসলিম নৌবহরের আধিপত্য ১০১
নয় : ডাকব্যবস্থা ১০৪
দশ : সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা ১০৫
এগারো : পুলিশবিভাগ ১০৬
বারো : বাগদাদ : আব্বাসিদের যুগে ১০৬
তেরো : অর্থনীতি ১০৭
চৌদ্দ : পক্ষপাতহীন স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ১১১
পনেরো : পরিশিষ্ট ১১২
ষোলো : আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ১১৩
সতেরো : অনুবাদক ও সৃষ্টিশীল গবেষক হিসেবে আরবজাতি ১১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম, সামাজিকতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতা # ১১৭

ভূমিকা # ১১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্ম, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ব # ১১৯

এক : ধর্মে জোরজবরদস্তি নেই ১১৯
দুই : খলিফা উমর ১২১

তিন	: জেরুসালেম ও মিসরে সুলতান সালাহুদ্দিন	১২১
চার	: খ্রিষ্টানরা স্বজাতির ওপর মুসলিম বিজেতাদের প্রাধান্য দিত	১২২
পাঁচ	: উসমানি সুলতানদের মহানুভবতা	১২৪
ছয়	: আন্দালুসিয়ায় মুসলিমদের মহানুভবতা	১২৪
সাত	: জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ ইসলাম-সমর্থিত নয়	১২৬
আট	: খিস্টধর্মে হস্তক্ষেপ করা অপরাধ গণ্য করা হতো	১২৭
নয়	: মিসরে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলিমদের মহানুভবতা	১২৭
দশ	: গির্জা ও মন্দিরের ব্যাপারে মুসলিমদের উদারতা	১২৮
এগারো	: হিন্দুদের মন্দির ও ধর্মরীতি সম্পর্কে সহনশীলতা	১৩০
বারো	: সর্বযুগে উদারতা	১৩১
তেরো	: উদারতা ইসলামের অনুসঙ্গ	১৩২
চৌদ্দ	: সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলামগ্রহণ	১৩৪
পনেরো	: উদারতা ইসলামের শক্তি	১৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানবাধিকার ও ইসলাম # ১৩৬

এক	: অমুসলিমদের নাগরিক অধিকার	১৩৬
দুই	: মুসলিম মুহাজিরদের অধিকার	১৩৯
তিন	: ইসলাম ও নারী অধিকার	১৩৯
চার	: বহুবিয়ে ও ইসলাম	১৪৩
পাঁচ	: ইসলামের গোপন ফুল	১৪৫
ছয়	: ইসলাম ও দাসপ্রথা	১৪৫
সাত	: ইসলাম : বর্ণ ও গোত্রবৈষম্য	১৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও গণতন্ত্র # ১৫৭

এক	: ইসলাম ও পুরোহিততন্ত্র	১৫৮
দুই	: ইসলামে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এমনিতেই বিদ্যমান	১৫৯
তিন	: ইসলামে সামাজিক দায়িত্ব	১৬০
চার	: ইসলাম ও স্বেচ্ছাচার	১৬১
পাঁচ	: ইসলামে নেতা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা	১৬৪
ছয়	: ইসলাম ও শাসকশ্রেণি	১৬৫
সাত	: নামাজ সাম্যবাদী শক্তির প্রতীক	১৬৫

আট : আফ্রিকায় ইসলামি বোধের উত্থান ১৬৮
নয় : কুরআন ও আইন ১৬৯
দশ : বংশভিত্তিক নয়; রাষ্ট্র হবে ধর্মভিত্তিক ১৬৯
এগারো : ইসলামের মুক্ত আহ্বান ১৭০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও আন্তর্জাতিকতা # ১৭১

এক : ইসলাম ও গ্লোবালাইজেশন ১৭১
দুই : ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ১৭১
তিন : ইসলামি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পশ্চিমা ও হিন্দু চিন্তাবিদদের সাক্ষ্য ১৭৩
চার : ইসলাম ও জাতিসংঘ ১৭৪
পাঁচ : ইসলাম ও আন্তর্জাতিক আইনকানুন ১৭৭
ছয় : অঙ্গীকারের পবিত্রতা রক্ষা ১৭৮
সাত : ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ১৭৮
আট : দূতদের অধিকার ১৮৯
নয় : পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ১৮৯
দশ : পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ গ্লোবালাইজেশনকে সমর্থন করবে ১৮০
এগারো : ইসলামই লিগ অব নেশনসের ভিত্তি ১৮০

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের পুনর্জাগরণ, অমুসলিমদের দৃষ্টিতে রাসুল ﷺ এবং হিন্দুসমাজে ইসলামের প্রভাব # ১৮২

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুনর্জাগরণ # ১৮৩

এক : ইসলাম একটি প্রাণসঞ্চারক শক্তি ১৮৩
দুই : ইসলামের জাগৃতি নিয়ে কতিপয় পশ্চিমা স্কলারের অভিমত ১৮৫
তিন : প্রাথমিক সাফল্যের কারণসমূহ ১৯১
চার : মুসলিমদের পতনের কারণ ১৯৮
পাঁচ : মুসলিম মুবাল্লিগদের ইসলামি প্রেরণা ২০১
ছয় : পূর্ব-আফ্রিকায় ইসলামপ্রচার ২০২
সাত : ইসলামের ভবিষ্যৎ মুসলিমদের হাতেই ২০৪

আট : নতুন জীবনধারায় উন্নতির রূপরেখা ২০৫
নয় : প্রথম যুগের সততার দুটি উদাহরণ ২০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলামের নবি # ২১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজে ইসলামের প্রভাব # ২১৩

পূর্বকথা

এই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুটি : যে-সকল যুবক উম্মাহর নেতৃত্ব দিতে চায়, মিল্লাতের অতীত উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাদের অবহিতকরণ। ইসলাম এ পর্যন্ত বিশ্বসভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে যা দিয়েছে, এখানে তা নিয়ে ঈষৎ আলোকপাত ও পর্যালোচনা করা হবে। আশা করি সংকলনটি পাঠকের অন্তরে তাদের সোনালি উত্তরাধিকার নিয়ে এক অপার্থিব গর্ব জন্ম দেবে। জাগৃতির নতুন প্রেরণার সঞ্চার ঘটাবে। তবে এ প্রেরণা নির্জীব পাথুরে প্রকৃতির, কিংবা প্রশান্তি নিয়ে বসে থাকার মতো হলে হবে না। কারণ, কোনো জাতিই অতীতে বাস করে না; বাস করে বর্তমানে। অতএব, বর্তমানকে বর্ণ ও কর্মময় করে গড়ে তুলতে হলে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের নতুন দিগন্তে ডানা মেলতে হবে। এ কারণেই রচনাটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বপ্নচারীদের জানানো—ইসলাম অতীতে যা করে দেখিয়েছে, আবারও তা করে দেখানোর যোগ্যতা রাখে। ইসলামের প্রতিটি পদচারণায় অতীতের শানশওকত প্রতিফলিত হতে পারে।

আজ মুসলিমদের সিংহভাগ সদস্য সাহসহারা, ভীতু। কারণ, তারা দেখতে পাচ্ছে বিশ্বে তাদের স্বজাতির অবস্থা খুবই বিপন্ন। সময়ের প্রেক্ষাপটে জীবনমান একেবারে তলানিতে। তাদের সামনে উন্নতির সুযোগ নিতান্তই সীমিত। প্রযুক্তিতে পশ্চিমাবিশ্বের মোকাবিলায় অনেক পেছনে, যোজন যোজন দূরে। হতাশাজনক এসব দৃশ্য তাদের সরাসরি ওই প্রান্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে যে, ইসলাম পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গ দিতে অক্ষম। সে তার আঁচলে আধুনিকতা ধারণের যোগ্যতা রাখে না। এ জন্যই ইসলামি রাষ্ট্রগুলো এতটা পিছিয়ে। তারা তো অজ্ঞতাবশত এ কথা বলতেও দ্বিধা করে না—ইসলাম হচ্ছে পশ্চাৎপদতা, উন্নতি ও বিজ্ঞানের শত্রু। অথচ কথাগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত। এই গ্রন্থে প্রদত্ত উদ্ধৃতিগুলো পাঠের মাধ্যমে বিষয়টি আরও ভালোভাবেই উপলব্ধ হবে বলে বিশ্বাস। এসব তথ্য ও উদ্ধৃতি সংগ্রহে লেগেছে আমার কয়েক বছরের শ্রম। কিছু উদ্ধৃতি বিশ্বসমাদৃত অমুসলিম লেখকদের গ্রন্থ থেকে গৃহীত। কিছু উদ্ধৃতি সে-সকল লেখকের গ্রন্থাবলি থেকে গৃহীত, যারা মুসলিম নন, ইসলামের প্রতি অন্তরে কোনো আবেগও রাখেন না; তবে তাদের গবেষণাগুলো অনেকটা নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবতাঘনিষ্ঠ। অমুসলিম এই লেখকদের ভাষায়, তারা

ইসলামের সোনালি অবদান সম্পর্কে অবহিত; সর্বোপরি তারা এ বিষয়ে সুদৃঢ় প্রত্যয়ী যে, ভবিষ্যতে ইসলাম বিশ্বমঞ্চে গুরুত্ববহ অবদান রাখতে পারে।

সংকলনটির আলোচ্যসূচিও চৌম্বকীয় ও বৈচিত্র্যময়। কিছু তথ্য নেওয়া হয়েছে উঁচুমাপের গবেষণাধর্মী জার্নাল থেকে; আর কিছু ইতিহাসগ্রন্থ, মনোবিজ্ঞান সম্পর্কীয় রচনা, সাময়িক প্রকাশনা তথা ম্যাগাজিন, পুস্তিকা, দৈনিক সংবাদপত্রের মতো উৎস থেকে। এসব উদ্ধৃতিতে এ বাস্তবতাই প্রকাশ পাবে যে, ইসলাম মুসলিমদের পতনের দিকে ঠেলে দেয়নি; বরং নিজেরাই তাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে পতন ডেকে এনেছে। তথ্যগুলো থেকে অনিবার্যভাবেই আপনার সামনে এ বিষয়টি ফুটে উঠবে, বিশ্বের সবচেয়ে সর্বাধুনিক ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এ সত্য অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তা ছাড়া পাঠক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করবেন যে, কথাগুলো পশ্চিমা বিজ্ঞজনদেরই বার বার বলতে শোনা যাবে। নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম। তার ধমনিতে রয়েছে প্রচুর জীবনীশক্তি, প্রশস্ত চিন্তাক্ষেত্র। বিশ্বের অন্যসব ধর্ম থেকে চিত্তাকর্ষক, চিরন্তন। ধ্বংস-ছাইয়ের নিচ থেকেও ফিনিক্স পাখির[১] মতো জীবন্ত হতে সক্ষম।

প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল বলেন, 'মুসলিমদের ইতিহাস পাঠে আমি বুঝতে সক্ষম হই, কেবল ইসলামই পারে মুসলিমদের বাঁচাতে। ইতিহাসের অনেক ক্রান্তিকালে ইসলামই তাদের ধ্বংসের কিনার থেকে উদ্ধার করেছে। উম্মাহ আজও যদি সঠিকভাবে ইসলামকে ধারণ করে, ইসলামের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তা অর্জনের প্রয়াস পায়, তাহলে মুসলিমদের এই অবস্থা পরিবর্তন হতে বাধ্য। তারা এগিয়ে যেতে পারবে উন্নতির দিকে। ফিরে পেতে পারে তাদের গৌরবময় সোনালি অতীতে।'

এই গ্রন্থ উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কিছুটা হলেও সহযোগিতা করলে মনে করব আমার এই প্রচেষ্টার যথাযোগ্য বিনিময় পেয়ে গেছি। আশা করছি এই রচনা যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জন্য উপকারী হবে, তেমনি হবে শিক্ষকদের, সমাজের উঁচুশ্রেণির মানুষের, গবেষক ও সরকারি দায়িত্বশীলদের জন্যও। আর বিপ্লবীদের জন্য আশা করি গ্রন্থটি হবে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এ ছাড়া গ্রন্থটি পড়লে পথহারা মুসলিম সেই যুবকরাও পথ খুঁজে পাবে, যারা পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা-পীড়িত হয়ে ইসলামকে প্রগতি ও উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করছে।

অধম ওই লেখকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, দেশবিদেশে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত থেকেও ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে যারা নিজেদের মূল্যবান সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন।

---

[১] কল্পজগতের একটি পাখি। বলা হয় মৃত্যুর সময় হলে সে বাসায় বসে এমন নিমগ্নতার সঙ্গে সুরের ঝংকার তোলে যে, সেই সুরের প্রভাবে বাসায় আগুন ধরে যায় এবং সে আগুনে পাখিটিও পুড়ে মারা পড়ে। এরপর সেই দগ্ধ বাসার ছাইয়ে বৃষ্টিপাত হলে সেই ছাই থেকে নতুন করে প্রাণের স্ফুরণ ঘটে। এভাবে নিজের ছাই থেকে দ্বিতীয়বারের মতো সে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ভূমিকা

ইসলামের আরেক নাম ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মুসলমান—সে দুর্গম হিমশীতল সাইবেরিয়ায় বসবাস করুক অথবা আফ্রিকার গহিন জঙ্গলে, পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় কিংবা পশ্চিমে আমেরিকা বা ইউরোপের যেথায়ই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকুক; সবাই অনুপম এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। এক অকল্পনীয় ভ্রাতৃত্বের সমান মর্যাদায় পরিগণিত সদস্য। তাদের এই ঐক্য-ভ্রাতৃত্বে ভৌগোলিক দূরত্ব, বংশগত ও সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য এবং বর্ণ ও ভাষার বৈষম্য কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয়। ইসলাম এসব বৈষম্য-ধারণা থেকে চিরমুক্ত এক ধর্ম। যে উপমা উপস্থাপনে পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম শুধু পিছিয়ে নয়; বরং সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

পবিত্র কুরআন, আরবি ভাষা এবং খোদ ইসলাম ধর্ম হচ্ছে ইসলামি ঐক্যের মূল উৎস। ১৪০০ বছর ধরে কুরআনপাঠ মুসলিমদের জুড়ে রেখেছে এক মজবুত বিশ্বাসের বাঁধনে। এ বিশাল ঐক্যের নমুনা দেখাতে গিয়েই একবার প্রিয়নবি বলেছিলেন 'পুরো বিশ্বটাই হচ্ছে একটি মসজিদ।'

ইসলাম কেবল ধর্মীয় ঐক্যের অনুভূতিই জাগায় না; বরং মুসলমান—সে যেখানের অধিবাসীই হোক না কেন, তার সামনে উপস্থাপন করে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক এমন কিছু নিয়মনীতি, যা নিয়ন্ত্রণ করে তার দৈনন্দিন জীবনের পুরো কাঠামো। জীবনের সমূহ কার্যক্রম ও চারিত্রিক অবস্থার প্রতি লক্ষ করলে অনুমিত হয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে ঘটিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কটি অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে। জার্মান দার্শনিক কাউন্ট হারমান কাইজারলিং (Hermann von Keyserling) তাঁর *Travel Diary of A Philosopher*[১] গ্রন্থে একটি প্রশ্ন উপস্থান করে এর উত্তরে লেখেন, 'আমি যে মুসলিমকেই জিজ্ঞেস করেছি আপনি কে? সে-ই উত্তর দিয়েছে, আমি মুসলিম। বিস্ময়ের ব্যাপার! ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামই এটা প্রয়োজনীয় ভাবল যে, অনুসারীদের মধ্যে সমন্বিত এক বিশাল গভীর বোধ জাগিয়ে দেওয়া দরকার, যা শক্তিশালী ও অর্থবহ। এটা কী করে সম্ভব হলো, বিশ্বাসগত দিক বিবেচনা না করে

[১] প্রকাশিত ১৯২৫ লন্ডন।

কেবল ধর্মীয় অনুভূতির দিক দিয়ে ইসলাম এমন অনুপম ভ্রাতৃত্ব অর্জন করে নিল, যা নিতে ব্যর্থ হলো খ্রিস্টবাদসহ অপরাপর সব ধর্ম?

আশা করি পশ্চিমা অন্য গবেষকদের মতো কাইজারলিংও সেখান থেকেই প্রশ্নের উত্তর পাবেন। উত্তর হচ্ছে, ইসলাম জীবনের সব ক্ষেত্রে এমনসব দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা স্বভাব ও আত্মার চাহিদাঘনিষ্ঠ। কাইজারলিং প্রশ্ন রাখার পর কিছুদূর এগিয়ে লেখেন, 'নিশ্চয় এর বড় কারণ হবে ধর্মটি মানুষের বিশ্বাস, স্বভাব ও জীবনঘনিষ্ঠ।'

মুসলমান যা কিছু করে অনিবার্যভাবে তা ইসলামেরই হয়ে থাকে। এরচেয়ে বড় কথা, তারা ত্রিকালে যা অর্জন করে তা কোনো ব্যক্তির অর্জন হিসেবে নয়; বরং ইসলামের অর্জন হিসেবে পরিগণিত হয়। এই রচনার মূল উদ্দেশ্য—বিশ্বাস, লক্ষ্য ও সফলতার মধ্যে যে সম্পর্ক পাওয়া যায়, তা ফুটিয়ে তোলা।

পাঠকদের সুবিধার্থে রচনাটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশকে আবার কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ বিষয়টি সর্বদা স্মর্তব্য যে, মুসলিমদের অবদান ইসলামি অবদান থেকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

প্রথম অংশে দেখবেন বিশ্বখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী, অজ্ঞাতনামা মুসলিম তাঁতি ও ধাতব-কর্মকারদের দক্ষতার কিরণ, শিল্পীদের জাদুকরি কর্মপরাকাষ্ঠা। এরপর দেখতে পাবেন সাগরযুদ্ধে মুসলিম মাল্লাদের অবিস্মরণীয় বীরত্ব, অপরিসীম ধৈর্য। তখন অনুমান করতে পারবেন মুসলিমদের প্রজ্ঞার গভীরতা, তাদের সেই অবাক-করা যোগ্যতা, যা মানুষের অনুভূতিকে ধাঁধিয়ে আবেগকে আনন্দ প্রকাশের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। যার ভিত্তিতে বিশ্বে এমন কতিপয় বিশাল বিদ্যাপীঠের অভ্যুদয় ঘটে, যেগুলো আজও বিশ্ববাসীর সামনে তাদের সোনালি অতীতের স্মারক হয়ে আছে।

দ্বিতীয় অংশে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা, উন্নত নিয়মশৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় উন্নতি এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধের চরম আবেগ লক্ষ করার মতো অনেক বিষয়।

পেশকৃত তথ্যগুলো এমনিতেই চমকপ্রদ। তবে গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য কেবল তখনই সার্থক হবে, যখন পাঠক ইসলামি উত্তরাধিকারগুলোর পুনর্পাঠের মাধ্যমে নিজে নিজেকে প্রশ্ন করবে—ওই বিশাল বিজয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

অধম লেখক মনে করি, গ্রন্থটি পাঠকের এ প্রশ্নের জবাব দেবে। নিঃসন্দেহে প্রথম দুটো অংশ পড়ে নিলে অন্তরে এক অজানা উত্তেজনা বিরাজ করবে। তারা চাইবে, ইসলামের ভবিষ্যৎ যেন অতীতের দীপ্তিকেও ছাড়িয়ে যায়। তৃতীয় অংশে অনুরূপ ভবিষ্যতেরই স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। ওই অংশের তথ্যসমূহ এই বাস্তবতা সুস্পষ্ট করে তুলবে যে,

কীভাবে ইসলামে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটতে পারে। কীভাবে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে নতুন শক্তির স্ফুরণ ঘটবে।

প্রখ্যাত প্রফেসর বস ওয়ার্থ স্মিথ বলেন, 'ইসলাম এমনিতেই এক ধ্বংসহীন শক্তি।' আর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডব্লিউ আই হকিং এর দাবি হচ্ছে, 'আমি এই দাবিতে শতভাগ সত্য যে, ইসলাম তার অস্তিত্বের মধ্যে জীবনের সকল উপায়-উপকরণ ধারণ করে থাকে।'

অতএব, মুসলিমবিশ্বের পতন নিয়ে বেশি কথা না বলে আমাদের সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকানো দরকার, যখন ইসলাম পুনরায় বিশাল শক্তি হয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞান, টেকনোলজি, কমনীয় শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা ও অন্যান্য

- ইসলাম ও বিজ্ঞান
- ইসলাম ও টেকনোলজি
- ইসলামে মর্যাদাপূর্ণ ও কমনীয় শাস্ত্রসমূহ
- ইসলামি শাসনামলে শিক্ষা
- ইসলামি শাসনামলে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও বিজ্ঞান

যারা ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি অজ্ঞ, সমালোচনার ক্ষেত্রে তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি সরব। তারা বলে থাকে ইসলাম বিজ্ঞান ও উন্নতির বিরুদ্ধ-শক্তি। কিন্তু আমরা ইতিহাসকে ভিন্ন কথা বলতে দেখতে পাই। পশ্চিমাবিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের যে সুবিশাল অনুগ্রহ বিদ্যমান, পশ্চিমাবিজ্ঞানী সমাজ তা অকপটে স্বীকার করে থাকেন।

মঁসিয়ে রবার্ট ব্রিফল্ট তাঁর *The Meaning of Humanity* গ্রন্থে লেখেন, 'ইউরোপের উন্নতির এমন একটি দিকও নেই, যেখানে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির ছোঁয়া নেই। ইউরোপের নবজাগরণের পেছনে ইসলামের যে উপস্থিতি অন্য কোথাও অতটা নেই। ইসলামি উত্তরাধিকারই হচ্ছে আজকের আমেরিকার বিশাল শক্তি অর্জন এবং নতুনতর আবিষ্কারের চালিকাশক্তি। এই উত্তরাধিকারই হচ্ছে স্বভাবজাত বিজ্ঞান। এটিই বিজ্ঞানের প্রাণশক্তি।'

জার্মান-গবেষক আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্টের (Alexander von Humboldt) অনুধাবন হচ্ছে, আমরা যে অর্থে পরিভাষাটা ব্যবহার করে থাকি, আরব বিজ্ঞানীদের সে অর্থে স্বভাববিজ্ঞানী বলা যায়।

বিজ্ঞানবিষয়ক ইতিহাসবিদ জর্জ সার্টন (George Sarton) মুসলিম আলিমদের প্রশংসায় বলেন, 'সবচেয়ে মূল্যবান, অর্থবহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় প্রণীত। অষ্টম খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধ থেকে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আরবিই ছিল মানবজাতির বিজ্ঞানের ভাষা। তখনকার কেউ আধুনিক বিষয়াদি ও নতুন আবিষ্কারগুলোর ব্যাপারে অবহিত হতে চাইলে অবশ্যই তাকে আরবি ভাষার সহায়তা নিতে হতো। পাশ্চাত্যে যাঁদের সমকক্ষ ছিল না, এমন কজন নক্ষত্র হলেন—জাবির ইবনু হাইয়ান, আল কিন্দি, আল খাওয়ারিজমি, আল ফারগানি, আর রাজি, সাবিত ইবনু কুররা, আল বাত্তানি, হুনাইন ইবনু ইসহাক, আল ফারাবি, ইবরাহিম ইবনু সানআন, আল মাসউদি, আত তাবারি, আবুল ওয়াফা, আলি ইবনু আব্বাস, আবুল কাসিম, ইবনুল জাজ্জার, আল বিরুনি, আবু আলি

সিনা, ইবনু ইউনুস, আল কারখি, ইবনুল হায়সাম, আলি ইবনু ইসা, আল গাজালি, আজ জিরিকলি, উমর খাইয়াম প্রমুখ।'

এই উজ্জ্বল নক্ষত্রদের তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়। কেউ যদি বলে মধ্যযুগে বিজ্ঞানীর আকাল ছিল, তাহলে তার সামনে এই নামগুলো তুলে ধরবে। এঁরা সাধারণত ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের সংক্ষিপ্ততম সময়ে অতিবাহিত হয়েছেন।

ফিলিপ কে. হিট্টি[৩] তার *History of The Arabs* গ্রন্থে বলেন, 'মধ্যযুগে স্পেনে মুসলিম শাসনামলে ইউরোপ ভূখণ্ডে জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন অধ্যায় রচিত হয়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবিভাষীরাই ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির মশালবাহী। মূলত তাঁদের মাধ্যমেই বিশ্ববাসী সন্ধান পায় প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের। তারাই এতে আনেন নতুনত্ব। এরপর পাশ্চাত্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেন, যা হয়ে ওঠে ইউরোপের জন্য রেনেসাঁর উৎস।'[৪]

মধ্যযুগে ইসলামের চিরন্তন মর্যাদার অবস্থান গড়া সত্যিই ভাবনাযোগ্য বিষয়। এমন উত্থান পৃথিবীবাসী শুধু এই একবারই প্রত্যক্ষ করেছে। আরবরা প্রাচীন সামানি সভ্যতার একত্ববাদী দর্শনকে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে সংগতিশীল করে তোলে। এভাবে তারা খ্রিষ্টপ্রভাবিত ইউরোপকে নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যায়।

হিট্টি বলেন, মধ্যযুগে বাগদাদ ও আন্দালুসিয়ার মুসলিম চিন্তকরা এমন অবিনশ্বর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যে, তাঁরা ধারণার দ্বিমুখী তরঙ্গকে একমুখী করে নিতে এবং তা ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। তাঁদের বিজ্ঞান ও দর্শনজাত চিন্তা পরবর্তী যুগের দীনি বোধজ্ঞানে যে প্রভাব রাখে, এর ভিত্তিতে তাঁরা মর্যাদায় শীর্ষে ও প্রথম হওয়ার দাবি রাখেন।

ইউরোপে নতুন ধারণার আগমন—মূর্খতার অন্ধকার দূরীভূত করে নতুন যুগের সূচনার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। আরবদের ছোঁয়া পেয়ে প্রাচীন ইউনানি ফালসাফার (গ্রিক দর্শন) মৃত কায়ায় যেন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। যেন শতাব্দীপ্রাচীন মরা গাছ নতুন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সজীব পত্রপল্লবে হেসে ওঠে। আর এ থেকেই জন্ম নেয় ইউরোপীয় রেনেসাঁ। এই চেতনা থেকে ছড়িয়েছে নতুন কিরণ। আজ পুরো পৃথিবীবাসী ভোগ করছে এর ফল। অনুরূপ প্রফেসর হোলম্যার্ড বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা *Endeavour*-এ লেখেন, '১ হাজার বছর পর্যন্ত বিজ্ঞান কেবল ইসলামের ছত্রছায়ায়ই ছিল।'

---

[৩] খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ। তার আরও কালজয়ী গ্রন্থ হচ্ছে *History of Syria* ও *History of The Saracens*.

[৪] ৫৫৭ পৃষ্ঠা, ইসলামের আলিমরা অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়েছিলেন। এর ফলেই পাশ্চাত্যের পশ্চাৎপদতা দূর হয়। তারা ইসলামি রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুসরণ করেই সফলতার রাজপথ ধরে হাঁটতে শেখে।

হারবার্ট জর্জ ওয়েলস বলেন, 'নতুন দৃষ্টিকোণ ও সজীব শক্তির মাধ্যমে আরবরা গ্রিকদের পর বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রজ্ঞায় উন্নতির ধারা সূচিত করেন।'

ডাক্তার নিকোলাস লুসিয়েন লেকলার্ক (Lucien Leclerc) তাঁর *The History of Arab Medicine* গ্রন্থের ৯১-৯২ পৃষ্ঠায় লেখেন, 'আরবদের কর্তৃক নবম শতাব্দীতে দেখানো অলৌকিকত্ব পৃথিবী আর কখনো দেখবে না। তখন গ্রিকদের সব জ্ঞানবিজ্ঞান ছিল মুসলিমদের করায়ত্তে। তারা এমনসব ছাত্র তৈরি করে নেয়, যারা পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে। প্রকৃত অর্থেই তারা তখন জ্ঞানের স্বাদ উপভোগ করছিল।'

Ecclesiastical History গ্রন্থের লেখক মুশেন লেখেন, পদার্থবিজ্ঞান হোক কিংবা সৌরবিজ্ঞান, দর্শন হোক কিংবা গণিত, রসায়ন হোক বা অন্য কিছু—স্বীকার করতে হবে, দশম শতাব্দীতে এগুলো আরব থেকেই ইউরোপে এসেছিল।

বার্লিন ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞ স্কলার জুলিয়ান রিসেক্স লেখেন, 'আরবদের রসায়নজ্ঞান গ্রিকদের পথ ছেড়ে উন্নতির এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, আজকের মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের ছাত্ররা সেই পথের খোঁজ লাগাতে রোমাঞ্চিত বোধ করে, যা কিছুদিন আগেও অজানা ছিল। যে রসায়নবিজ্ঞান মধ্যযুগকে আলোকিত করে।'

জন ডব্লিউ ক্যাম্পবেল জুনিয়র (John W. Campbell) *ইসলামিক রিভিউ*-এর ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় লেখেন, 'ইসলাম তা অর্জন করেছে, যা অন্যান্য জাতি অর্জনের চেষ্টা বা চিন্তাও করেনি। ইসলাম নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। রোমান বা গ্রিকরা তা পারেনি। তারা শুধু বিজ্ঞানবিষয়ক চিন্তার জন্য আবশ্যক একটি অংশ সৃষ্টি করেছে। তাদের পূর্বসূরিরাও কেবল এটুকুই করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় অংশদুটি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। তাদের কাছে ছিল কেবল দর্শন। কিন্তু দর্শন তো এককভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এথেন্স[৫] তার হৃদয়ভোলানো দর্শনসহ মুখ থুবড়ে পড়ে। কারণ, সেখানে না ছিল পয়ঃপ্রণালি, না ছিল খালব্যবস্থাপনা। রোমানদের কাছে পরিচ্ছন্নতার উন্নত ব্যবস্থাপনা ছিল; কিন্তু ছিল না প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তা ও সুশৃঙ্খলা। রোমানদের অন্তরে যেমন এথেন্সের দর্শনের মূল্য ছিল না, তেমনই গ্রিকদের

[৫] এথেন্স, যা খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে বিশ্বে খ্যাতি কুড়িয়েছিল। শহুরে রাষ্ট্রব্যবস্থায় অ্যাটিকা (Attica) ছিল তাদের রাজধানী এবং গ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির তীর্থভূমি। গির্জার নিচে দেওয়ানখানায় জিউস দেবতার (Zeus—আকাশ ও বজ্রদেবতা) সেই ঐতিহাসিক মন্দির ছিল, যা গ্রিকদের উপাসনালয় হিসেবে গণ্য হতো। যার আর্কিটেকচারে উত্তম শিল্পের ছোঁয়া ছিল। অ্যাস্কিলাস (Aeschylus), ইউরিপিডিস (Euripides), সফোক্লিসরা (Sophocles) নাট্যশিল্পে প্রচুর নাম কামিয়েছিল। এই উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতিসমৃদ্ধ বস্তির পাশেই প্লেটো তাঁর অ্যাকাডেমি গড়ে তুলেছিলেন, যে অ্যাকাডেমি থেকে অ্যারিস্টটলের মতো বিজ্ঞানী বেরিয়ে এসেছিলেন। এথেন্সের শাসক, ইতিহাসবেত্তা, বিদ্বান, দার্শনিক ও ড্রামারচয়িতারা তাদের উন্নত চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সহায়তার দরুন আজও মানুষের স্মরণে শ্রদ্ধার আসন দখল করে আছেন। তাদের কারণেই মূলত ইতিহাসে এথেন্সের এই সম্মান।

অন্তরে ছিল না রোমানদের বুক্ষ বস্তুবাদের কোনো মূল্য। আমরা বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার মুসলিমদের থেকে গ্রহণ করেছি—রোমান কিংবা গ্রিকদের থেকে নয়।'

মি. ক্যাম্পবেলের ধারণামতে, সমাজে মুসলিম অবদান সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্যতম কারণ হচ্ছে, ইউরোপ অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে এলে রোমান ও গ্রিক—একসময় যারা ছিল খ্রিষ্টবাদের কঠিন শত্রু, তারা শত্রুতা ছেড়ে দেয়। কিন্তু ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলাম তাদের শত্রুতালিকায় থাকে। এরপর ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের রেনেসাঁ জেগে উঠলে ইউরোপীয়রা তাদের বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে গ্রিক ও রোমানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করে তাদের শত্রু মুসলিমদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, আমরা জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রিক বা রোমানদের কাছ থেকে অর্জন করিনি, করেছি মুসলিমদের থেকে।

জন উইলিয়াম ড্রেপার (John William Draper) তার *History of The Intellectual Development of Europe* গ্রন্থে মি. ক্যাম্পবেলের কথা স্বীকারপূর্বক বলেন, আরব বিজেতারা আরেকবার মিসরকে বিশ্বমঞ্চে মর্যাদার আসনে বসায়। খ্রিষ্টবাদ যে উন্মত্ত হিংস্রতায় একে পতনের অতলে ঠেলে দিয়েছিল, ইসলাম তাকে সেখান থেকে টেনে তোলে। তারা শুধু প্রাচীন গ্রিক সংকলনগুলো সংরক্ষণই করেনি; বরং তা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সংশোধনী আনে। আধুনিক ইউরোপের জনকদের মধ্যে প্লেটো,[৬] অ্যারিস্টটল,[৭] ইউক্লিড,[৮] অ্যাপোলোনিয়াস,[৯]

---

[৬] প্লেটো : গ্রিসের নামকরা দার্শনিক। বিজ্ঞানে সাদৃশ্যবাদের উদ্‌ঘাটক। জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে এথেন্সে। প্রথম জীবনে কাব্যচর্চা করলেও পরবর্তী সময়ে সক্রেটিসের নজরে পড়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে ঝুঁকেন। ভালো একজন গল্পকারও ছিলেন। তিনি ছিলেন গদ্যকাব্যের জন্মদাতা। রিপাবলিক হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত রচনা। তিনি আদালতে নিজের ডিফেন্সে অ্যাপোলজিতে সক্রেটিসের বক্তব্য পেশ করেন।

[৭] অ্যারিস্টটল : ৩২২-৩৮৪ খ্রিষ্টপূর্ব। ম্যাসিডোনিয়ার রাজদরবারের ডাক্তারের পুত্র ছিলেন। গদ্য ও পদ্যে ছিলেন সমান দক্ষ। গ্রিক নাট্যের পতনকাল নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন। ড্রামায় তাঁর পোয়েটিক্স *(Poetics)* এক কালজয়ী গ্রন্থ। আপন শিক্ষকের অন্তর্ধানের পর অ্যাকাডেমিভিত্তিক পাঠশালা খুলে বসেন। তাঁকে চলমান লাইব্রেরি বলা হতো। তার শিক্ষালয়ে জিমনেশিয়ামের ব্যবস্থাপনা ছিল। কেননা, গ্রিকরা শারীরিক কসরতকে ইবাদতের মূল্য দিত। তিনি লাইব্রেরি ও চিড়িয়াখানার প্রবর্তন ঘটান। প্লেটোর তুলনায় ছিলেন অধিক বাস্তববাদী। আলেকজান্ডার তার জ্ঞানসাধনায় প্রাণখোলা সহায়তা জুগিয়েছিলেন। রাজনীতিতেও ছিল তার গভীর প্রজ্ঞা। রাজনীতির ওপর লিখিত তার গ্রন্থাদি খুবই সমাদৃত হয়।

[৮] ইউক্লিড : তার জন্মতারিখ ও জন্মস্থান সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় সুখ্যাতি কুড়ান। তিনি ছিলেন একজন গাণিতিক ও চিত্রকর। তার রচনা ইলিমেন্টস-এর *(Elements)* প্রারম্ভিকায় প্রকৌশল ও জ্যামিতির আলোচনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া এই গ্রন্থে পিথাগোরাস ও থ্যাইলিস (Thales)-এর শিক্ষার সারাংশ বিদ্যমান। তার এই রচনা বিজ্ঞানমহলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুসরিত হয়। এ ছাড়া সংগীতশাস্ত্র নিয়েও তার রচনা পাওয়া যায়।

[৯] অ্যাপোলোনিয়াস : তিনি ছিলেন খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের এক দুর্লভ প্রতিভা। ছিলেন একজন নামকরা জ্যোতির্বিদ। ব্যাকরণ নিয়েও লিখতেন। তার অধিকাংশ গ্রন্থই পাওয়া যায় না। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করতেন।

টলেমি,[১০] হিপোক্রেটিস,[১১] ও গ্যালেনের[১২] রচনাবলিতে আরবি ভাষায় প্রজ্ঞাপূর্ণ টীকা ও ব্যাখ্যা মেলে। আধুনিক ইউরোপ আরবদের থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গণিতের পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যাও শিখেছে। ফলে তাদের দৃষ্টি হয়েছে প্রশস্ত, তাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে কুদরতের ম্যাকানিজম। আরবরা অত্যন্ত যত্নে এসব জ্ঞানকে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। আরব বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীর আকার, পরিমাণ, নক্ষত্ররাজির অবস্থান ও সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান লাভ করে। রসায়নের আবিষ্কার এবং একে উন্নত করার কৃতিত্ব মূলত আরব বিজ্ঞানীদের।

মি. রবার্ট ব্রিফল্ট—ইতিপূর্বে একবার তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনিও মি. ক্যাম্পবেলকে সমর্থনপূর্বক বলেন, বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্য আরবদের কাছে কৃতজ্ঞতার দায়ে আবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞান কেবল বিস্ময়কর আবিষ্কার ও বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নয়; বরং তার অস্তিত্বের প্রশ্নেও আরবদের কাছে

---

[১০] টলেমি : আলেকজান্ডারের পর টলেমি বংশ মিসরের শাসনক্ষমতায় আসে। এই বংশ বড় বড় বিদ্যুৎসাহী বাদশাহর জন্ম দেয়। এ ছাড়া খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে জন্ম নেন টলেমি নামের একজন জ্যোতির্বিদ। তিনি গণিতে একটি গ্রন্থ লেখেন, যার আরবি অনুবাদ *আল মুজসিতি*, ল্যাটিন উচ্চারণ Almagest নামে খ্যাত। এ গ্রন্থে তারকা ও গ্রহ-সংক্রান্ত তৎকালের পুরো বিজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। গ্রন্থটিতে দাবি করা হয় পৃথিবী স্থির এবং একে কেন্দ্র করেই চন্দ্র-সূর্য ও অন্য নক্ষত্ররাজি পরিভ্রমণশীল। তিনি ভূগোলেও গ্রন্থ রচনা করেন।

[১১] হিপোক্রেটিস : গ্রিসের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও শিক্ষক। জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে। প্লেটো তার খ্যাতির কথা স্বীকার করেছেন। হিপোক্রেটিসের অনন্য কৃতিত্ব ছিল তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং যথাসম্ভব প্রচেষ্টায় একে টুটকা ও জাদু থেকে আলাদা করে নেন। তার নামে অন্তত ৭২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও সব তার ছিল না, অধিকাংশ ছিল তার ছাত্রদের রচিত। এ ছাড়া তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু গ্রন্থ তার জন্মের আগে রচিত বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তার রচিত বইয়ের সংখ্যা দেড় ডজনের মতো। সমকালের পণ্ডিতরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধার নজরে দেখতেন। একজন বিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রতিভাধর মানুষ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানে সমকালের সেরাদের অন্যতম ছিলেন। তার সেরা উক্তি ছিল—'জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হলেও কাজের ময়দান বহুদূর বিস্তৃত। সুযোগ ক্রমশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা ভয়ংকর হতে থাকে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।' হিপোক্রেটিসের অঙ্গীকারনামা অতুলনীয়। তার অঙ্গীকারে সকল দেবতাকে সাক্ষী রেখে এই অঙ্গীকার করা হতো যে, শিক্ষককে মাতা-পিতার মর্যাদা দিতে হবে। উপার্জনে তাঁদের অংশীদার করতে হবে। ঘরের সবাইকে ভাই মনে করতে হবে। তাদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখাতে হবে। নিষ্ঠচিত্তে রোগীর সেবা করতে হবে। কাউকে যেমন বিষ পান করাবে না, তেমনই বিষ পান করানোর পরামর্শ দেবে না। গর্ভপাত করা যাবে না। রোগী পুরুষ হোক কিংবা মহিলা এবং যেকোনো ধরনের রোগেই আক্রান্ত হোক না কেন, এর জন্য কাউকে অসম্মান করা যাবে না। কারও রহস্য উন্মোচন করা যাবে না।

[১২] গ্যালেন : হিপোক্রেটিসের পর উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে গ্যালেনের। তার জন্ম ১২৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি তার পূর্বসূরিদের জ্ঞান থেকে পুরোপুরি উপকৃত হন। প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। এই অতুলনীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী কয়েক বছর রোমে বসবাস করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিটি শাখায় গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থগুলো সাহিত্যমানে পিছিয়ে থাকলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেগুলোর অবস্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং প্রাচীন কৌতুকধর্মী নাটকের ওপরও গ্রন্থ রচনা করেছেন গ্যালেন। তার গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে আজ অবধি তার রচিত গ্রন্থগুলো দেখা যায়। তিনি প্লেটো ও আরিস্টটলের মতবাদের অনেক মতবাদ খণ্ডন করেছেন। ইংল্যান্ডের সম্রাট অষ্টম হেনরির ডাক্তার তার ছয়টি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন।